

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49793 - ফতিরার পরমাণ এবং ফতিরা আদায় করার সময়কাল

প্রশ্ন

আমরা মরক্কোর একটি সংস্থার সদস্য। বর্তমানে বার্সেলোনাতো বসবাস করছি। আমরা সদকাতুল ফতির বা ফতিরা কভিবে হিসাব করব?

প্রিয় উত্তর

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলমানদের উপর সদকাতুল ফতির (ফতিরা) ফরজ করছেন। আর তা হল এক স্বা' খজের বা এক স্বা' যব। মানুষ ঈদরে সালাতরে উদ্দেশ্যে বরে হওয়ার আগে তা আদায় করার আদেশে দিয়েছেন। দুই সহীহ গ্রন্থে (অর্থাত্ বুখারী ও মুসলমি) আবু সাঈদ আলখুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলছেন: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সদকাতুল ফতির হিসাবে এক স্বা খাদ্যদ্রব্য অথবা এক স্বা' খজের অথবা এক স্বা' যব অথবা এক স্বা' কসিমসি প্রদান করতাম।” [বুখারী (১৪৩৭)]

একদল আলমে এই হাদীসে ব্যবহৃত ‘খাদ্যদ্রব্য’ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলছেন যে, তা হল গম। আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলছেন যে এর উদ্দেশ্য হল সে দেশেরে অধিবাসীগণ যা খায় তা গম, ভুট্টা, পার্ল মলিটে (pearl millet) বা এছাড়া অন্য যাই হোক না কেন; এটাই সঠিক মত। কারণ ফতিরা হচ্ছে- দরদিরদরে প্রতিধনীদরে সহানুভূতি। স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিবেচিত নয় এমন কিছু দিয়ে হকদারেরে প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা কোন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি নয়। এতে কোন সন্দেহে নই যে, বর্তমানে চাউল সৌদি আরবেরে প্রধান খাদ্য, উত্তম ও মূল্যবান খাদ্য। চাউল যবেরে চেয়ে উত্তম; যে যব দিয়ে ফতিরা দেয়া জায়গে মরমে হাদীসেরে ভাষ্যে সরাসরি উল্লেখ আছে। এর থেকে জানা গেলে যে, চাউল দিয়ে সদকাতুল ফতির আদায় করাতো কোন দোষ নই।

ফতিরার ক্ষেত্রে ওয়াজবি হচ্ছে- এক স্বা' খাদ্য প্রদান করা। যে স্বা' বা পাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ব্যবহার করছেন সবে স্বা অনুযায়ী। সাধারণমাপরে দুই হাতেরে পরপূর্ণ চার মুষ্ঠি এক স্বাকেরে পূর্ণ করে। যমেনটি আলক্বামূস ও অন্যান্য আরবী অভধানে উল্লেখ করা হয়েছে। মটেরিকি পদ্ধতির ওজনএ এর পরমাণ প্রায় ৩ কলিগোগ্রাম। যদি কোনো মুসলমি চাউল বা দশীয় কোন খাদ্যদ্রব্যেরে এক স্বা দিয়ে ফতিরা আদায় করনে তবে তা জায়যে হবে; যদিওবা সবে খাদ্যেরে কথা এই হাদসিএ সরাসরি উল্লেখ না করা হয়ে থাকে? এটাই আলমেগণেরে দুইটি মতেরে মধ্যে বেশি শিক্তশালী। আর মটেরিকি পদ্ধতির ওজনএ হসিবে প্রায় ৩ কলিগোগ্রাম দলিওে চলবে।

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-ক্রীতদাস সকল মুসলমিরে পক্ষ থেকে ফতিরা আদায় করা ওয়াজবি। কনিতু গরুভস্থতি সন্তানএর পক্ষ থেকে ফতিরা আদায় করা ওয়াজবি নয় মরুমে আলমেগণএর ইজমা (একমত) সংঘটিত হয়েছে। তবে তার পক্ষ থেকেও আদায় করা হলে সটো মুস্তাহাব। কারণ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ধরনে আমল সাব্যস্ত আছে।

ফতিরার খাদ্য ঈদএর নামাযএর আগএই বনটন করা ওয়াজবি। ঈদএর নামাযএর পর পর্যন্ত দরেকি করা জায়যে নয়। বরং ঈদএর এক বা দুই দিনি আগে আদায় করে দলিএ কোন অসুবিধা নই। এই আলএচনার পরপূর্ণকেষতিএ জানা গলে যএ, আলমেদএর বশিদ্ধ মতানুযায়ী ফতিরা আদায় করার সময় শুরু হয় ২৮ শএ রমজান। কারণ রমজান মাস ২৯ দিনিও হতে পারে। আবার ৩০ দিনিও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীগণ ফতিরা ঈদএর একদিনি বা দুই দিনি আগে আদায় করতএ।

ফতিরা প্রদান করার খাত হচ্ছএ- ফকরি ও মসিকীন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণতি হয়েছে যএ, তিনি বলনে: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবতিরকরণ এং মসিকীনএর জন্য খাদ্যএর উৎস হসিবে রোযা পালনকারীর উপর ফতিরা ফরজ করছেন। যএ ব্যক্তি ঈদএর সালাতএর আগে তা আদায় করবে তা কবুলযোগ্য ফতিরা হসিবে গণ্য হবে। আর যএ ব্যক্তি ঈদএর নামাযএর পর আদায় করবে সটো সাধারণ সদকা হসিবে গণ্য হবে।”[সুনানে আবু দাউদ (১৬০৯) এং আলবানী এ হাদসিটিকিএ সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থএ ‘হাসান’ বলে আখ্যায়তি করছেন]

অধিকাংশ আলমেএর মতে খাদ্যএর বদলে খাদ্যএর মূল্য দিয়ে ফতিরা আদায় করলে তা আদায় হবে না। দলীলএর দকি থেকে এই মতটি অধিক শুদ্ধ। বরং ওয়াজবি হলও খাদ্যদ্রব্য থেকে ফতিরা আদায় করা। যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ আদায় করছেন। উম্মতএর অধিকাংশ আলমে এ মতএর পক্ষ অবলম্বন করছেন। আমরা আল্লাহর কাছএ প্রার্থনা করছি যাতএ তিনি আমাদএরকএ ও সকল মুসলমানকএ তাঁর দ্বীনএর ফকিহ (প্রজ্ঞা) দান করনে, এর উপর অটল অবচিল থাকার তাওফকি দনে, আমাদএর অন্তরসমূহ ও কাজকর্মকএ পরশিদ্ধ করে দনে। তিনি তও মহামহমি, পরম

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

করুণাময়।” সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায (বনি বাযরে ফতোয়া সংকলন) (১৪/২০০)]

শাইখ বনি বায রাহিমাহুল্লাহ এর মতে কলিগোরামের হিসাবে ফতিরার পরিমাণ প্রায় ৩ কলিগোরাম। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণও একই পরিমাণ নির্ধারণ করছেন। (৯/৩৭১)

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ চাউল দিয়ে ফতিরা দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করছেন ২১০০ গ্রাম (অর্থাৎ ২.১কলিগোরাম) [ফাতাওয়ায যাকাত (যাকাত বিষয়ক ফতোয়া সংকলন), পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৬]

ওজন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই মতভেদের কারণ হল স্বা' হচ্ছে- পরিমাপের একক, ওজনের একক নয়।

কিন্তু আলমেগণ ওজন দ্বারা হিসাব নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন কারণ সটো হিসাব রাখার ক্ষেত্রে বেশি সহজ ও সুকৃষ্ণ। এ কথা সবাই জানে যে, এককে শস্যদানের ওজন এককে রকম। এর মধ্যে কোনটি হালকা, কোনটি ভারী এবং কোনটি মাঝারি ওজন। বরং একজাতীয় শস্যদানের ওজনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। নতুন ফসলের ওজন পুরাতন ফসলের চেয়ে বেশি। তাই সতর্কতাবশতঃ কউে যদি কিছুটা বেশি আদায় করে তবে সটো বেশি নিরাপদ ও উত্তম।

'আল-মুগনী' গ্রন্থের খণ্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৬৮ দেখুন। সেখানে ফসলের যাকাতের হিসাব উল্লেখ করতে গিয়ে ওজন এই হার উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।